নিয়্যতের ৭২টি মাদানী পুষ্পধারা সম্বলিত

(BANGLA)

সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়

SAWAB BARANE KE NUSKHAY

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

কিতাব পাঠ করার দো‘আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো‘আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো‘আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَیْنَا رَحْمَتَكَ یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: “কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।”

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,
bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়	৫	(১৭) চা/ দুধ পান করার নিয়্যত সমূহ	১৭
নিয়্যতের ফযীলতের উপর তিনটি হাদীস শরীফ	৫	(১৮) জামা পরিধান খোলার নিয়্যত সমূহ	১৮
মৃত্যুর সময় ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ	৬	(১৯) তেল, চিরুনী ব্যবহার করার নিয়্যত সমূহ	১৯
আলিমে নিয়্যত আ'লা হযরত এর বরকতময় বাণী	৬	(২০) ইমামা (পাগড়ী)শরীফ বাঁধার নিয়্যত সমূহ	১৯
নিয়্যত সম্পর্কিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল	৭	(২১) সুগন্ধি লাগানোর নিয়্যত সমূহ	২০
		সুগন্ধি লাগানোর মন্দ নিয়্যত সমূহ চিহ্নিতকরণ	২১
নিয়্যতের ৭২টি মাদানী পুস্পধারা	৮		
বিশেষ নিয়্যত	৮	(২২) ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ের নিয়্যত সমূহ	২১
(১) সকাল সকাল এই নিয়্যত করুন	৮		
(২) জুতা পরিধানের নিয়্যত সমূহ	৮	(২৩) পথ চলা/ সিড়িতে উঠা নামার নিয়্যত সমূহ	২২
(৩) জুতা খোলার নিয়্যত সমূহ	৯		
(৪) বাথরুমে যাওয়ার নিয়্যত সমূহ	৯	(২৪) বসার নিয়্যত সমূহ	২৪
(৫) অযু করার নিয়্যত সমূহ	১০	(২৫) মা বাবার খিদমত এবং আপন বাচ্চাদের আদার করার নিয়্যত সমূহ	২৪
(৬) মসজিদে যাওয়ার নিয়্যত সমূহ	১১		
(৭) দো'আ করার নিয়্যত সমূহ	১২	(২৬) সন্তান লাভ করার নিয়্যত সমূহ	২৪
(৮) মুয়াজ্জিনের জন্য নিয়্যত সমূহ	১২	(২৭) সন্তানের নাম রাখার নিয়্যত সমূহ	২৫
(৯) ইমামের জন্য নিয়্যত সমূহ	১৩	(২৮) আকীকার নিয়্যত সমূহ	২৫
(১০) খুতবার নিয়্যত সমূহ	১৪	(২৯) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নিয়্যত সমূহ	২৬
(১১) পানি পান করার নিয়্যত সমূহ	১৪		
(১২) খাওয়ার নিয়্যত সমূহ	১৪	(৩০) ব্যবসার নিয়্যত সমূহ	২৬
(১৩) একসাথে খাওয়ার নিয়্যত সমূহ	১৫	(৩১) চাকরীর নিয়্যত সমূহ	২৬
(১৪) খিলাল করার নিয়্যত সমূহ	১৬	(৩২) কর্জ নেয়ার নিয়্যত সমূহ	২৭
(১৫) মেহমানদারী করার নিয়্যত সমূহ	১৬	(৩৩) কর্জ দেওয়ার নিয়্যত সমূহ	২৭
(১৬) খাওয়ার দাওয়াতে যাওয়ার নিয়্যত সমূহ	১৭	(৩৪) ফোন করা বা রিসিভ করার নিয়্যত সমূহ	২৮

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
(৩৫) নিজের কাছে মোবাইল রাখার নিয়্যত সমূহ	২৯	(৫৪) মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করার নিয়্যত সমূহ	৪০
(৩৬) বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিয়্যত সমূহ	২৯	(৫৫) কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর নিয়্যত সমূহ	৪০
(৩৭) ফ্যান, এ.সি বা ওয়াশিং মেশিন চালানোর নিয়্যত সমূহ	৩০	(৫৬) মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত সমূহ	৪১
(৩৮) কম্পিউটার সম্পর্কিত নিয়্যত সমূহ	৩০		
(৩৯) মাদানী চ্যানেল দেখার নিয়্যত সমূহ	৩১	(৫৭) লঙ্গরে রাসাইলের নিয়্যত সমূহ	৪২
(৪০) ধর্মীয় কিতাব পাঠ করার নিয়্যত সমূহ	৩১	(৫৮) মাদানী মাশওয়ারাহ করা বা দেয়ার নিয়্যত সমূহ	৪৩
(৪১) মাদ্‌রাসায় পড়ার নিয়্যত সমূহ	৩২	(৫৯) মাদানী কাজের কারকারদিগী জমা করানোর নিয়্যত সমূহ	৪৩
(৪২) ইলমে দ্বীন/ কুরআন শরীফ পড়ানোর নিয়্যত সমূহ	৩২	(৬০) দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত ইতিকাফের নিয়্যত সমূহ	৪৪
(৪৩) তিলাওয়াত করার নিয়্যত সমূহ	৩৩		
(৪৪) তিলাওয়াত শুনার নিয়্যত সমূহ	৩৩	(৬১) নখ কাটার নিয়্যত সমূহ	৪৫
(৪৫) দরূদ শরীফ পাঠ করার নিয়্যত সমূহ	৩৪	(৬২) বাবরী চুল রাখার নিয়্যত সমূহ	৪৫
(৪৬) না'ত শরীফ পড়া ও শুনার নিয়্যত সমূহ	৩৪	(৬৩) মাথার চুল এবং দাঁড়িতে মেহেদী লাগানোর নিয়্যত সমূহ	৪৬
(৪৭) আলিমে দ্বীনের খেদমতে হাজির হওয়ার নিয়্যত সমূহ	৩৪	(৬৪) ইসলামী বোনদের জন্য মেহেদী লাগানোর নিয়্যত সমূহ	৪৬
(৪৮) মাজার সমূহে হাজির হওয়ার নিয়্যত সমূহ	৩৫	(৬৫) পর্দা করার নিয়্যত সমূহ	৪৭
		(৬৬) সুরমা লাগানোর নিয়্যত সমূহ	৪৭
(৪৯) নেকীর দাওয়াত এবং ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের নিয়্যত সমূহ	৩৬	(৬৭) শোয়ার নিয়্যত সমূহ	৪৮
		(৬৮) চিকিৎসা করানোর নিয়্যত সমূহ	৪৯
(৫০) অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার নিয়্যত সমূহ	৩৭	(৬৯) অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রুসার নিয়্যত সমূহ	৫০
(৫১) বয়ান করার নিয়্যত সমূহ	৩৭	(৭০) সমবেদনা জ্ঞাপনের নিয়্যত সমূহ	৫০
(৫২) বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ	৩৮	(৭১) জানাযায় অংশগ্রহনের নিয়্যত সমূহ	৫১
(৫৩) সাক্ষাতের নিয়্যত সমূহ	৩৯	(৭২) কবরস্থানে যাওয়ার নিয়্যত সমূহ	৫১

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়

সম্ভব হলে এই রিসালা সর্বদা সাথে রাখুন এবং প্রয়োজনে এর থেকে দেখে নিয়্যত সমূহ করে নিন।

কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব-নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকবে।" (আল ফিরদাউস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮১৭৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নিয়্যতের ফযীলতের উপর তিনটি হাদীস শরীফ

(১) "মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।"
(মুজাম কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২)

(২) "ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে।"
(আল ফিরদৌস, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৮৯৫)

(৩) "যে নেকীর ইচ্ছা করল অতঃপর সে তা করল না তার জন্য একটি নেকী লিখা হবে।" (মুসলিম, ৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আচ্ছি আচ্ছি নিয়্যতোঁ কা, হো খোদা জযবা আ'তা।
বান্দায়ে মুখলিছ বানা, কর আফ্ও মেরী হার খতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর সময় ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ (ঘটনা)

কোন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের জীবনের শেষ মুহুর্তে উপস্থিত সকলকে বললেন: 'আমার সাথে মিলে হজ্জের নিয়্যত করো, জিহাদের নিয়্যত করো এবং এভাবে এক এক করে বিভিন্ন নেকীর নাম গণনা করাতে লাগলেন। আরয করা হলো: হুযুর! এই অবস্থায় নিয়্যত (করছেন)? (বুযুর্গ) বললেন: যদি আমরা বেঁচে থাকি তবে এসকল নিয়্যত সমূহের উপর আমল করব আর (যদি) মারা যায় তবে অন্তত নিয়্যত সমূহের সাওয়াব তো মিলবে।'

(আল মাদখাল লিইবনিল হাজ্জ, ১ম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আলিমে নিয়্যত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় বাণী

শুধু নিয়্যত করার দ্বারা একটি ভাল কাজের (সাওয়াব) দশ (গুণ) হয়ে যায়, আর তেমন কোন কাজও করতে হচ্ছে না, তবে একটি মাত্র নিয়্যত করা কিরূপ বোকামী এবং অহেতুক নিজের ক্ষতি সাধন করার নামান্তর। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

নিয়্যত সম্পর্কিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন নেক কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না। (২) ভাল নিয়্যত যতবেশি হবে, সাওয়াবও ততবেশি অর্জিত হবে। (৩) নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকে বলা হয়। অন্তরে নিয়্যত থাকা সত্ত্বেও মুখেও পূনারাবৃত্তি করা অধিক উত্তম। অন্তরে নিয়্যত বিদ্যমান না থাকাবস্থায় শুধুমাত্র মুখে নিয়্যতের শব্দাবলী বলাতে নিয়্যত সাব্যস্ত হবে না। (৪) যেকোন ভাল কাজে ভাল নিয়্যতের উদ্দেশ্য হল এটা যে, যে কাজ করা হচ্ছে তার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং ঐ কাজ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য করা হচ্ছে এই নিয়্যত দ্বারা ইবাদতকে একটি অপরটি থেকে পৃথক করা বা ইবাদত ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য করা উদ্দেশ্য হয়। মনে রাখবেন! শুধু মুখে উচ্চারণ বা চিন্তা করা বা অমনোযোগীতার সাথে ইচ্ছা করা এসব থেকে নিয়্যত শত দূরে কেননা নিয়্যত এই বিষয়ের নাম যে, অন্তর এই কাজ করার জন্য একেবারে প্রস্তুত অর্থাৎ- দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং পরিপক্ক ইচ্ছা থাকা। (৫) যে ভাল নিয়্যত সমূহের অভ্যস্ত নয় তাকে প্রথমে স্বাভাবিকভাবে এটির অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। উদ্দেশ্যকৃত নেক কাজ শুরু করার পূর্বে কিছুক্ষণ থেমে অবস্থার পরিপেক্ষিতে মাথা ঝুকিয়ে চোখ বন্ধ করে, মনকে অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা থেকে খালি করে নিয়্যত সমূহের জন্য মনোযোগী হওয়া উপকারী। এদিক সেদিক দৃষ্টি দিতে দিতে, শরীর মালিশ বা চুলকাতে চুলকাতে, কোন বস্তু রাখতে বা উঠাতে বা তাড়াহুড়ার সাথে নিয়্যত করতে চাইলে তবে হয়ত তা সম্ভব হবে না। নিয়্যত সমূহের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এটির গুরুত্বের উপর দৃষ্টি রেখে আপনাকে গাম্ভীর্যতার সাথে প্রথমে নিজের মানসিকতা তৈরী করতে হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

নিয়্যতের ৭২টি মাদানী পুষ্পধারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পেশকৃত নিয়্যতের মাদানী পুষ্পধারা থেকে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ- নিজের ঐ নিয়্যতের সময় অন্তরের অবস্থা এবং অবস্থা অনুযায়ী নিয়্যত সমূহ করতে হবে। পুষ্পধারাগুলোতে নিয়্যত অনেক কম লিখা হয়েছে, যা হোক নিয়্যতের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি এতে আরো বৃদ্ধি করতে পারবেন।

বিশেষ নিয়্যত

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পেশকৃত প্রায় প্রত্যেক মাদানী পুষ্পধারার সাথে কৃত নিয়্যতে “بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ” পড়ব।

(১) সকাল সকাল এই নিয়্যত করুন

আজকের দিনে চোখ, কান, জিহ্বা এবং প্রত্যেক অঙ্গকে (অর্থাৎ- শরীরের প্রত্যেক অংশকে) গুনাহ এবং অহেতুক কাজ সমূহ থেকে বাঁচিয়ে নেকীর মধ্যে অতিবাহিত করব। اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২) জুতা পরিধানের নিয়্যত সমূহ

✻ সুন্নাতের অনুসরণে জুতা পরিধান করব।

✻ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করে জুতা ঝেড়ে নিব (যাতে কোন বিচ্ছু বা কংকর ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়)। ✻ ডান পায়ের জুতা দ্বারা শুরু করার সুন্নাত পালণ করব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

✻ পরিছন্নতার সুন্নাত আদায় করতে পা দুটিকে ময়লা এবং আবর্জনা থেকে জুতার মাধ্যমে বাঁচাব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) জুতা খোলার নিয়্যত সমূহ

✻ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলব অতঃপর ডান পায়ের (জুতা খুলব)। ✻ যদি মসজিদে নেয়া হয় তবে উভয় জুতার তলাকে পরস্পর ঘষে ধূলাবালি ইত্যাদি বাহিরে ফেলে দিব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) বাথরুমে যাওয়ার নিয়্যত সমূহ

✻ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে মাথা ঢেকে শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে নির্ধারিত দো‘আ[১] পাঠ করে প্রবেশ করাতে সুন্নাত অনুসরণে বাম পা দ্বারা শুরু করব। ✻ সতর খোলা থাকা অবস্থায় ক্বিবলার দিকে মুখ এবং পিঠ করা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ বের হওয়ার সময় সুন্নাত অনুসরণার্থে প্রথমে ডান পা বের করব।

---

[১] বাথরুমে প্রবেশের দো‘আ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ **অনুবাদ:** **আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, হে **আল্লাহ্**! আমি অপবিত্র জিন সমূহ (পুরুষ ও মহিলা) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (কিতাবুদ দো‘আ লিত-তাবরানী, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

✻ বাহিরে আসার পর শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে নির্ধারিত দো‘আ[১] পাঠ করব। ✻ সাধারণ টয়লেটে বা মসজিদের টয়লেটে যদি লাইন থাকে, তবে ধৈর্য সহকারে নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করব। ✻ যদি কারো বেশি প্রয়োজন হয় আর আমার কঠিন অক্ষমতা বা নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা না হয় তবে ইছার করব। ✻ বার বার দরজায় আঘাত করে ভিতরে থাকা ব্যক্তিকে কষ্ট দিব না। ✻ যদি কেউ বার বার আমার দরজায় আঘাত করে তবে ধৈর্য ধারণ করব। ✻ দরজা ও দেয়ালে কিছু লিখব না আর সেখানে কিছু লেখা থাকলে তা পড়ব না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) অযু করার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা‘আলার** আদেশ পালণার্থে অযু করছি[২]। ✻ بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ বলব। ✻ সুন্নাত অনুসরণার্থে মিসওয়াক করব এবং এর মাধ্যমে যিকির ও দরূদের জন্য মুখের পবিত্রতা অর্জন করব।

---

[১] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ ط **অনুবাদ: আল্লাহ্ তা‘আলার** জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করেছেন এবং আমাকে প্রশান্তি দান করেছেন। (ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০১) উত্তম হল সাথে এই দো‘আও মিলিয়ে নিবেন। এইভাবে দুটি হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে। এমনকি চাইলে বড় দো‘আর পূর্বে এটা বলুন: غُفْرَانَكَ **অনুবাদ:** আমি **আল্লাহ্ তা‘আলার** কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭)

[২] আহনাফের মতে নিয়্যত ছাড়াও অযু হয়ে যাবে কিন্তু সাওয়াব অর্জিত হবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

✻ মাকরূহ সমূহ এবং ✻ পানির অপচয় থেকে বেঁচে থাকব। ✻ ফরয, ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখব। ✻ প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করব। ✻ অবসর হয়ে এই দো'আ[১] পাঠ করব। ✻ আসমানের দিকে দেখে কলেমায়ে শাহাদাত এবং সূরা ক্বদর পাঠ করব। ✻ পরিশেষে বাতেনী অযুর জন্য গুনাহ থেকে তাওবা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) মসজিদে যাওয়ার নিয়্যত সমূহ

✻ নামাযের জন্য যাচ্ছি। ✻ মুয়াজ্জিনের দাওয়াত (অর্থাৎ- নামাযের জন্য আহ্বান করা) কবুল করছি। ✻ যে মুসলমানের সাথে রাস্তায় সাক্ষাত হবে তাকে সালাম করব। ✻ সালাম প্রদানকারীর জবাব প্রদান করব। ✻ সম্ভব হলে কমপক্ষে একজন মুসলমানকে উৎসাহ দিয়ে নামাযের জন্য সাথে নিয়ে যাব। ✻ মসজিদের জেয়ারত করব। ✻ মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা এবং বের হওয়ার সময় বাম পা দ্বারা শুরু করে সুন্নাতের অনুসরণ করব।

---

[১] দো'আ হল: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ্**! আমাকে অধিক তাওবাকারী বানিয়ে দাও এবং আমাকে পবিত্র লোকদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নাও। (তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা’আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ’দী)

✻ প্রবেশের এবং বের হওয়ার নির্ধারিত দো‘আ[১] (শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে) পাঠ করব। ✻ ইতিকাফ করব (এই ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয় আর এটি এক মুহুর্তের জন্যও হতে পারে)। ✻ মুসলমানদের সাথে সালাম ও মুসাফাহা করব। ✻ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفْ وَ نَهِىٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ- সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ) করব। ✻ জামাআত সহকারে নামাযে মুসলমানদের নৈকট্যের বরকত হাসিল করব।

(৭) দো‘আ করার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা‘আলার** আনুগত্য করতে গিয়ে ইবাদত মনে করে সুন্নাত অনুসরণার্থে দো‘আ করব। ✻ শুরুতে হামদ ও সালাত এবং শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করব।

(৮) মুয়াজ্জিনের জন্য নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা‘আলার** সন্তুষ্টির জন্য আযান দিব। ✻ প্রথমে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم অতঃপর দরূদ ও সালাম পাঠ করে এই ঘোষণা করব: কথা-বার্তা এবং কাজ-কর্ম বন্ধ করে আযানের জবাব দিন এবং অসংখ্য নেকী অর্জন করুন। ✻ আযান দেয়ার সুন্নাত এবং আদব সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখব।

---

[১] মসজিদে প্রবেশের দো‘আ: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ <u>অনুবাদ</u>: হে **আল্লাহ্**! তুমি আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দাও। মসজিদ থেকে বের হওয়ার দো‘আ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ <u>অনুবাদ</u>: হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার কাছে তোমার দয়া প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, ৩৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭১৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

✻ শুরু ও শেষে দরূদ ও সালাম সহকারে আযানের পরের দো'আ পাঠ করব। ✻ ইকামতের পূর্বে দরূদ ও সালাম পাঠ করে ঘোষণা করব: ইতিকাফের নিয়্যত করুন এবং মোবাইল ফোন থাকলে বন্ধ করে দিন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب !   صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৯) ইমামের জন্য নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়াব। ✻ সুন্নাত অনুসরণার্থে কাতার সমূহ ঠিক করাব[১]। ✻ মুক্তাদী এবং মহল্লাবাসীদের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করব। কিন্তু তাদের সাথে সাধারণ ভাবে সংকোচহীন **(FREE)** হব না (যদি গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব না থাকে তবে বুঝতে হবে মান-মর্যাদা চলে গেছে) তাদেরকে নেকীর দাওয়াত পেশ করব। ✻ নিশ্চিত জানা থাকা অবস্থায় মাসয়ালার উত্তর দিব নতুবা ক্ষমা চেয়ে নিব।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب !   صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

[১] সম্ভব হলে পরিবেশ অনুযায়ী এভাবে ঘোষণা করুন: নিজের পায়ের গোড়ালী, গাড় সমূহ এবং কাধ সমূহ কাধের সাথে মিলিয়ে কাতার সোজা করুন। নিজের পায়ের গোড়ালী ফ্লোরে নির্মিত কাতারের পড়ার সামনের মাথায় এই সতর্কতার সাথে রাখুন যে, পায়ের গোড়ালীর কোন অংশ যেন পাড়ার উপরে না থাকে এবং বেশি আগেও যেন না থাকে। যেখানে শুধু রেখা দেওয়া থাকে সেখানে এভাবে ঘোষণা করুন: রেখার আগের অংশের উপর এই সতর্কতার সাথে দাঁড়াবেন যে, পায়ের গোড়ালীর কোন অংশ রেখার উপর যেন না থাকে। দুইজন লোকের মাঝখানে ফাক রাখা গুনাহ। কাধের সাথে কাধ ভালভাবে মিলিয়ে রাখা ওয়াজিব এবং যতক্ষণ আগের কাতার (উভয় কোণা পর্যন্ত) পরিপূর্ণ হবে না জেনেশুনে পিছনের কাতারে নামায শুরু করা ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া নাজায়িয এবং গুনাহ। ১৫ বছরের চেয়ে ছোট নাবালিগ বাচ্চাদেরকে কাতার সমূহে দাঁড় করাবেন না। তাদেরকে কোণায়ও পাঠাবেন না। ছোট বাচ্চাদের কাতার সবার শেষে করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

(১০) খুতবার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মিহরাবের বাম দিকে মিম্বরের উপর খুতবার আযানের জবাব দেয়ার পর দাড়িয়ে ক্বিবলাকে পিঠ করে আস্তে আস্তে اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم পাঠ করে আরবী ভাষায় জুমার খুতবা দিব। ✻ উভয় খুতবার মাঝখানে মিম্বরের উপর বসার সুন্নাত আদায় করব। ✻ এই সময়ে দো'আ করব (কেননা তা দো'আ কবুল হওয়ার সময়)। ✻ দ্বিতীয় খুতবার মধ্যে সুন্নাত অনুসরণার্থে প্রথম খুতবার তুলনায় আওয়াজ নিচু রাখব।

(১১) পানি পান করার নিয়্যত সমূহ

✻ ইবাদতের শক্তি অর্জন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল উপার্জনের প্রচেষ্টার জন্য শক্তি অর্জন করব। ✻ গ্লাস ভর্তি করা এবং পান করার সময় এক ফোটাও নষ্ট হতে দিব না। ✻ বসে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে, আলোতে দেখে, ডান হাতে, চুষে চুষে, তিন নিঃশ্বাসে পান করব। ✻ পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলব। ✻ গ্লাসের থেকে যাওয়া পানির এক ফোটাও ফেলে দিব না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২) খাওয়ার নিয়্যত সমূহ

✻ খাওয়ার আগে ও পরে খাওয়ার অযু করব। (অর্থাৎ- উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করব)। ✻ খাওয়ার মাধ্যমে ইবাদত এবং

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর শক্তি অর্জন করব[১]। ✻ সুন্নাত অনুসারণার্থে যমীনে বিছানো দস্তরখানার উপর সুন্নাত মোতাবেক বসে بِسۡمِ اللّٰہِ এবং অন্যান্য দো'আ সমূহ পাঠ করে তিন আঙ্গুল দ্বারা ছোট লোকমা সহকারে ভালভাবে চিবিয়ে খাব। ✻ খাওয়ার সময় প্রত্যেক লোকমাতে یَا وَاجِدُ এবং بِسۡمِ اللّٰہِ এমকি প্রত্যেক লোকমা খাওয়ার পর اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ বলব। ✻ পতিত দানা ইত্যাদি দস্তরখানা থেকে উঠিয়ে খেয়ে নিব। ✻ পরিশেষে সুন্নাত পালণার্থে বাসন এবং তিনবার করে আঙ্গুল সমূহ চেটে নিব। (যদি খাবারের প্রভাব বাকী থাকে তবে তিনবারের পরেও চাটতে থাকুন যাতে খাবারের প্রভাব চলে যায়।)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১৩) একসাথে খাওয়ার আরো নিয়্যত সমূহ

✻ সম্ভব হলে খাওয়ার আগের ও পরের দো'আ সমূহ পড়াব। ✻ দস্তরখানায় যদি কোন আলিম বা বুযুর্গ বিদ্যমান থাকেন তবে তাদের পূর্বে খাওয়া শুরু করব না। ✻ খাবারের ভাল অংশ যেমন মাংস ইত্যাদি লোভ থেকে বেঁচে অন্যদের জন্য ইছার করব। ✻ খাওয়ার প্রত্যেক লোকমায় সম্ভব হলে এই নিয়্যত সহকারে উচ্চ আওয়াজে یَاوَاجِدُ বলব

---

[১] ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া উচিত। যতটুকু ক্ষুধা ততটুকু খাওয়াতেও ইবাদতের শক্তি পাওয়া যায়। অবশ্য খুব পেট ভর্তি করে খাওয়ার দ্বারা উল্টো ইবাদতে অলসতা সৃষ্টি হয়, গুনাহের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং পেটের অসুস্থতার সৃষ্টি হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

যেন অন্যান্যদেরও স্মরণে এসে যায় এবং আশেপাশের জিনিস সমূহ সাক্ষী হয়ে যায়। ✻ যতক্ষণ পর্যন্ত দস্তরখানা উঠিয়ে নেয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বসা থাকব। ✻ যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই খাবার শেষ না করে খাওয়া বন্ধ করব না। যদি খাওয়া বন্ধ করতে হয় তবে হাদীসে পাকের আদেশের উপর আমল করে অপারগতা পেশ করব।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) খিলাল করার নিয়্যত

খাওয়ার পর খিলাল করার সময় নিয়্যত করুন: ✻ লাকড়ীর খড়কুটা দিয়ে খিলালের সুন্নাত আদায় করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) মেহমানদারী করার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য মেহমানদারী করে উৎফুল্লতা সহকারে সাক্ষাতের সাথে সাথে খুশি মনে খাবার বা চা ইত্যাদি পেশ করব। ✻ মেহমানকে কোন কাজ করতে দিব না।

---

[১] এই হাদীসের ভিত্তিতে ওলামারা বলেন: যদি কোন ব্যক্তি কম খেয়ে থাকে তবে আস্তে আস্তে সামান্য সামান্য খাবে এবং এসত্ত্বেও যদি একত্রে খেতে না পারে তবে অপারগতা পেশ করবে যেন অন্যান্যদের লজ্জিত হতে না হয়।
(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

✻ সুন্নাত অনুসরণার্থে মেহমানকে দরজা পর্যন্ত বিদায় দিতে যাব।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) খাওয়ার দাওয়াতে যাওয়ার নিয়্যত সমূহ

✻ দাওয়াতে যাওয়ার শরীয়াতের আহকামের প্রতি নজর রাখব[২]। ✻ খাওয়ার মধ্যে লোভ সূলভ আচরণ করব না। ✻ খাবারে এবং অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে দোষ বের করব না। ✻ যদি আমার খাবার শেষ হয়ে যায় তবে চাওয়ার পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করব।

(১৭) চা/ দুধ পান করার নিয়্যত সমূহ

✻ ইবাদত, তিলাওয়াত, ধর্মীয় লেখালেখি এবং ইসলামী বিষয় অধ্যয়ণের শক্তি অর্জন করার জন্য بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করে চা (বা দুধ) পান করব। ✻ পান করার পর اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ বলব।

---

[১] মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: আমাদের মেহমান সেই, যে আমাদের সাথে সাক্ষতের জন্য বাহির থেকে আসে চাই তার সাথে আমাদের জানাশুনা আগে থেকে থাকুক বা না থাকুক। যে আমাদের জন্য নিজের মহল্লা বা নিজের শহর থেকে আমাদের সাথে দু, চার মিনিটের জন্য সাক্ষাতের জন্য আসে, সে সাক্ষাতকারী মেহমান নয়। তার সম্মান তো করো কিন্তু তার দাওয়াত নেই। তার যে অপরিচিত লোক নিজের কাজের জন্য আমাদের কাছে আসে সে মেহমান নয় যেমন: বিচারক বা মুফতীর কাছে মুকাদ্দামা বা ফতোয়া নিতে আসা অনেক লোক আসে, তারা বিচারক (বা মুফতীর) মেহমান নয়। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

[২] যেমন: যেখানে নারী পুরুষের বেপর্দা জমায়েত হবে, গান-বাজনা চালানো হবে এমন দাওয়াতে যাব না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

✻ দুধ পানকারী এটিও নিয়্যত করবে: শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে দুধ পান করার পরের নির্ধারিত দো‘আ[১] পাঠ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) জামা পরিধান/ খোলার নিয়্যত সমূহ

✻ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পাঠ করে জামা পরিধান করা এবং খুলব। ✻ পরিধানের সময় ডান আস্তিন দ্বারা এবং খোলার সময় বাম আস্তিন দ্বারা শুরু করে সুন্নাতের অনুসরণ করব। ✻ পায়জামা খোলার পূর্বে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পাঠ করব এবং বসে পরিধান করব। ✻ পায়জামা পরিধানে ডান এবং খোলাতে বাম পা দ্বারা শুরু করব। ✻ পায়জামার পা গোড়ালী থেকে উপরে রাখব। ✻ জামা পরিধানের পর শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে নির্ধারিত দো‘আ[২] পাঠ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] দুধ পান করার দো‘আ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ্!** আমাদের জন্য এতে বরকত প্রদান করো আর আমাদেরকে আরো বেশি প্রদান করো। (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৬৬)

[২] **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করে এবং এটা পড়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ **অনুবাদ:** “সকল প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য, যিনি আমাকে এ কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত আমাকে প্রদান করেছেন।” তবে তার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬২৮৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(১৯) তেল, চিরুনী ব্যবহার করার নিয়্যত সমূহ

✻ চুলের যত্ন করার নিয়্যতে সুন্নাত অনুসরনার্থে তেল লাগাব। ✻ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করে সুন্নাত অনুযায়ী মাথা (এবং দাঁড়িতে) তেল লাগাব।[১] ✻ তেলের মাধ্যমে নিজের মাথাকে শুস্কতা থেকে বাঁচাব। ✻ এর মাধ্যমে অর্জিত মস্তিস্কে শান্তি এবং স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে শরীয়াতের আহকাম শিখাতে সাহায্য লাভ করব। ✻ মাথা এবং দাঁড়ির বিক্ষিপ্ত চুলগুলোকে হাদীসের হুকুমের উপর আমল করে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করে ঠিক করব। ✻ সুন্নাত পালণার্থে মাথার মাঝখানে সিথী কাটব।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب !   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২০) ইমামা (পাগড়ী) শরীফ বাঁধার নিয়্যত সমূহ

✻ ক্বিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করে সুন্নাত পালাণের নিয়্যতে সাদা কাপড়ের মাথার সাথে চেপে লেগে থাকা[২] টুপির উপর ইমামা (পাগড়ী) শরীফ বাঁধব।

---

[১] **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তেল ব্যবহার করতেন তখন আপন বাম হাতের তালুতে তেল ঢেলে নিতেন প্রথমে দুই আব্রুর উপর তারপর উভয় চোখের পলকে অতঃপর মাথা মোবারকে তেল লাগাতেন। (জামে ছগীর, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৫৪৩) **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন দাঁড়ি মোবারকে তেল লাগাতেন তখন "আনফাকাহ" (অর্থাৎ- নিচের ঠোঁট এবং থুথ্নীর মাঝখানের দাঁড়ির) দ্বারা শুরু করতেন। (মুজাম আওসাত, ৫ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৬২৯)

[২] **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমামা (পাগড়ী) শরীফের নিচে মাথা মোবারকে চেপে লেগে থাকা সাদা টুপি পরিধান করতেন। (মাদারেজুন নবুওয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

✻ সুন্নাত মোতাবেক শিমলা রাখব। ✻ ইমামা শরীফ এবং টুপি ইত্যাদিকে তেল থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে সারবন্দের সুন্নাত পালন করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২১) সুগন্ধি লাগানোর নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধি পছন্দ, তাই সুগন্ধি লাগাব।[১] ✻ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে সুন্নাত পালণের নিয়্যতে সুগন্ধি লাগাব। ✻ সুগন্ধি আসলে দরূদ শরীফ পড়ব। ✻ নেয়ামতের শোকরিয়ার নিয়্যতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বলব। ✻ ফিরিশতা এবং মুসলমানদেরকে খুশি প্রদান করব। ✻ উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্বারা স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়া অবস্থায় ধর্মীয় আহকাম বুঝতে শক্তি অর্জন করব। (প্রয়োজনে মসজিদের সম্মান, নামাযের জন্য সাজসজ্জা, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত মাহফিলের সম্মান ইত্যাদিরও নিয়্যত করা যাবে)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] **আল্লাহ্** পবিত্র এবং সুগন্ধিকে পছন্দ করেন। (তিনি) পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮০৮) **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুগন্ধি (যা লাগানো হয) এবং সুগন্ধ (যা ঘ্রাণ নেয়া হয়) পছন্দ করতেন নিজে ব্যবহার করতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহারের উৎসাহ প্রদান করতেন।
(ওয়াসায়িলুল উসুল ইলা শামায়েলে রাসুল, ৮৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

সুগন্ধি লাগানোর মন্দ নিয়্যত সমূহ চিহ্নিতকরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুগন্ধি লাগানোতে অধিকাংশ সময় শয়তান মন্দ নিয়্যতে লাগিয়ে দেয়। এজন্য আতর লাগানোতে ভাল নিয়্যত সমূহের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই নিয়্যতে সুগন্ধি লাগানো যেন লোক বাহ্ বাহ্ দেয় বা দামী সুগন্ধি লাগিয়ে লোকদের উপর নিজের সম্পদের ভাব প্রকাশ করার নিয়্যত যদি হয়, তবে ঐ সকল অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহারকারী (ব্যক্তি) গুনাহগার হবে এবং সুগন্ধি কিয়ামতের দিন মৃত লাশের চেয়েও বেশি দুর্গন্ধময় হবে।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২২) ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ের নিয়্যত সমূহ

✻ বের হওয়ার সময় ঘরের অধিবাসীদেরকে সালাম করব। ✻ শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে নির্ধারিত দো'আ[১] পড়ব। ✻ রাস্তায়, কাজ-কর্ম বা চাকুরীর স্থলে মুসলমানদেরকে সালাম করব।

---

[১] এই দো'আটি হল: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ط অনুবাদ: **আল্লাহ্ তা'আলার** নামে শুরু, আমি **আল্লাহ্ তা'আলার** উপর ভরসা করছি, খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং ভাল কাজ করার সার্মথ্য **আল্লাহ্ তা'আলারই** পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।" এই দো'আ পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** সাহায্য সর্বদা থাকবে।

(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৯০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

✻ সালাম প্রদানকারীদের জবাব দিব। ✻ যার দ্বারা গুনাহ সংগঠিত হতে পারে ঐ সাত অঙ্গের অর্থাৎ- চোখ, জিহ্বা, কান, হাত, পা, পেট, এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করব। ✻ জামাআত সহকারে নামায আদায় করব।[১] ✻ অবস্থা অনুযায়ী ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের দাওয়াত দিব। ✻ ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করে নির্ধারিত দো'আ[২] পাঠ করার পরে ঘরের অধিবাসীদেরকে সালাম করে অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম আরয করার পর সূরা ইখলাছ পাঠ করব।[৩]

(২৩) পথ চলা/ সিড়িতে উঠা নামার নিয়্যত সমূহ

✻ যেখানে যেখানে সম্ভব হয় দৃষ্টিকে নত করে চলব। ✻ মহিলাদের এবং অশ্লীলতা সম্পন্ন বিজ্ঞাপনের সাউনবোর্ডকে দেখা থেকে বেঁচে থাকব।

---

[১] (ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্দীন, ৫ম খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

[২] ঘরে প্রবেশ করে পাঠ করার দো'আ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا ط وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ط **অনুবাদ**: হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার কাছে প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার মঙ্গল কামনা করছি। **আল্লাহ্ তা'আলা**র নামে আমার (ঘরে) প্রবেশ করলাম আর তাঁর নামে বের হলাম আর আপন প্রতিপালকের উপর আমরা ভরসা করলাম।

(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৭৬)

[৩] এরকম করার মাধ্যমে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপার্জনে বরকত এবং ঘরোয়া অশান্তি থেকে বাঁচা যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

✻ মসজিদ দেখে দরূদ শরীফ এবং বাজারে প্রবেশের সময় বাজারের দো'আ[১] পাঠ করব। ✻ পথে যে লিখিত পবিত্র কাগজ পাব, উঠিয়ে জায়গায় রাখব। ✻ মুসলমানদেরকে সালাম দিব এবং মুসাফাহা করব। ✻ মুসলমানদের সালামের জবাব দিব। ✻ যে আত্মীয়-স্বজন পাব তাদের সাথে উৎফুল্ল চিত্তে সাক্ষাত করে তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখব।[২] ✻ রাস্তায় আগত উচু জায়গায় বা সিড়িতে উঠার সময় اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ এবং নিচু জায়গায় বা সিড়ি থেকে নামার সময় سُبْحٰنَ اللهِ سُبْحٰنَ اللهِ বলব। ✻ পথ চলতে বা সিড়িতে উঠা নামার সময় জুতার আওয়াজ যেন সৃষ্টি না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) বাজারে প্রবেশ করার সময় এই দো'আ পাঠ করে নেয়: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- **অনুবাদ: আল্লাহ্** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন আর তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃত্যু আসবে না। তাঁর হাতে মঙ্গল রয়েছে এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।) **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁর জন্য একলক্ষ নেকী লিখে দিবেন, একলক্ষ গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, একলক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। **(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪৩৯, ৩৪৪০)**

[২] আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উৎফুল্লভাবে সাক্ষাত করাও সম্পর্ক (সিলায়ে রেহমী) অটুট রাখার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

(২৪) বসার নিয়্যত সমূহ

✻ (সুযোগ পেলে) সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে ক্বিবলামূখী হয়ে বসব। ✻ অসতর্ক ভাবে হাটু দাড় করিয়ে অন্যান্যদের জন্য কুদৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু হব না বরং পর্দার উপর পর্দা করে বসব। ✻ কারো হাটু বা রানের (উরুর) উপর নিজের হাটু রাখব না। ✻ ধর্মীয় জ্ঞানের মজলিশ, ইজতিমায়ে যিকর ও নাত এবং ওলামায়ে দ্বীনের দরবারে সম্ভব হলে আদবের কারণে দু'জানু হয়ে বসব।

(২৫) মা বাবার খিদমত এবং আপন বাচ্চাদেরকে আদর করার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলা ও প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ পালনার্থে সম্পর্ক অটুট রাখা এবং আনুগত্য করে তাদের মন খুশি করব। ✻ তাদের খিদমত করে তাদের ইহসান সমূহের সত্যিকার ভাবে কৃতজ্ঞতা আদায় করব। ✻ নিজের সকল দো'আতে মা-বাবার কথা স্মরণ রাখব। ✻ আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতে বাচ্চাদের মন খুশি করার জন্য সুন্নাতের নিয়্যতে তাকে আদর করব। (খুব ছোট বাচ্চাদেরকে সুন্নাত পালনের নিয়্যতে মুখ লাগিয়ে আদর করা যাবে।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৬) সন্তান লাভ করার নিয়্যত সমূহ

✻ সন্তান লাভ করা যাতে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✻ সন্তান লাভ করলে তবে সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলব সম্ভব হলে আলিমে দ্বীন বানাব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

✻ ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিব। ✻ কোন নেক্কার ব্যক্তির দ্বারা তাহনীক করাব (অর্থাৎ- তাকে অনুরোধ করব যেন তিনি খোরমা বা কোন মিষ্টি জাতীয় বস্তু চিবিয়ে তার জিহ্বার তালুতে লাগিয়ে দিবে) ✻ কন্যা সন্তান জন্ম নিলে অসন্তুষ্ট হব না বরং নেয়ামত মনে করে **আল্লাহ্ তা'আলার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। ✻ যদি ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে বরকত অর্জনের জন্য তার নাম "মুহাম্মদ" বা "আহমদ" রাখব। ✻ ছেলে সন্তান/ কন্যা সন্তানকে কোন উপযুক্ত পীর সাহেবের মুরীদ বানিয়ে দিব।

(২৭) সন্তানের নাম রাখার নিয়্যত সমূহ

✻ যেসব নামের ব্যাপারে হাদীসে মোবারকা সমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, সেসব নাম রাখব। ✻ সিনেমার নায়কদের, খেলোয়াড় ইত্যাদির নাম অনুসারে নাম রাখার পরিবর্তে সম্পর্কের বরকত লাভ করার জন্য **নবীগণ** عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নাম অনুসারে নাম রাখব। ✻ সম্ভব হলে ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে নাম রাখাব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৮) আকীকার নিয়্যত সমূহ

✻ সুন্নাত মনে করে আকীকা করব। ✻ খুশিমনে দামী পশু **আল্লাহ্‌র** রাস্তায় কোরবান (জবেহ) করব। ✻ কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল এবং ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল জবেহ করব। ✻ সপ্তম দিন আকীকা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

(২৯) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নিয়্যত সমূহ

✻ সাওয়াবের (অর্জনের) জন্য ছিলাহ রেহমী (অর্থাৎ- আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার) করব। ✻ তাদের প্রয়োজন হলে সামর্থ্য থাকাবস্থায় সাহায্য করব। ✻ যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পৌছে, তবে ধৈর্য ধারণ করব এবং আত্মীযতার সম্পর্ক বজায় রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩০) ব্যবসার নিয়্যত সমূহ

✻ শুধু হালাল রিযিক উপার্জন করব। ✻ লেনদেনে বিশ্বস্থতা বজায় রাখব। ✻ লোভ থেকে বেঁচে থাকব। ✻ নিজের মালের মিথ্যা প্রশংসা করব না। ✻ মিথ্যা, ধোকাবাজী, ওয়াদা ভঙ্গ করা, খেয়ানত, গীবত, চোগলখুরী, দুশ্চরিত্র, আজে-বাজে, তুই-তুকার ওয়ালা অভদ্রতাপূর্ণ কথাবার্তা এবং মুসলমানদের মনে কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দোকানে অবসর সময়গুলো (কারো কষ্ট না হয় মত) যিকির ও দরূদ বা ধর্মীয় অধ্যয়ন করে অতিবাহিত করার চেষ্টা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩১) চাকরীর নিয়্যত সমূহ

✻ সোপর্দকৃত কাজ বিশ্বস্থতার সাথে করব। ✻ যদি অবৈধ কাজের জন্য বলা হয় তবে চাই চাকুরী ছেড়ে দিতে হয় কখনো করব না। ✻ ইজারার নির্ধারিত সময়ে প্রচলণের বাইরে কোন (নিজের) কাজ করব না। ✻ জামাআত সহকারে নামায আদায় করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

(৩২) কর্জ নেয়ার নিয়্যত সমূহ

✻ ১০০% ফেরত দেওয়ার নিয়্যত হলে তবে তাও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্জ নিব।[১] ✻ নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী তার কর্জ ফেরত দিব। অনর্থক দেরী করব না। ✻ তার চাওয়া ব্যতীত কিছু না কিছু অতিরিক্ত প্রদান করে সাওয়াব অর্জন করব। ✻ কর্জ আদায় করে শোকরিয়া আদায় করব এবং ঘরের অধিবাসীদেরও সম্পদের বরকতের দো'আ করব।[২]

(৩৩) কর্জ দেওয়ার নিয়্যত সমূহ

অভাবীকে কর্জ প্রদানের সময় এসব নিয়্যত করা যেতে পারে: ✻ মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণ করার সাওয়াব অর্জন করব। ✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার মন খুশি করব।

---

[১] প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকাবস্থায় কর্জ নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যখন আদায় করার ইচ্ছা থাকে আর যদি এ ইচ্ছা থাকে যে, আদায় করবে না (তখন) তা হারাম খাওয়া সাবস্ত হবে, যদি আদায় না করে মারা যায়। কিন্তু নিয়্যত এটা ছিল যে, আদায় করে দিবে। তবে আশা করা যায় যে, আখিরাতে তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৬৫৬ পৃষ্ঠা)

[২] ইমাম নাসায়ী সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন আবি রবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমার থেকে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কর্জ নিয়েছিলেন। যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট সম্পদ আসল, তখন তা (কর্জ) আদায় করে দেন এবং দো'আ করেন যে: “**আল্লাহ্ তা'আলা** তোমার ঘরের অধিবাসীদের এবং সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন” এবং ইরশাদ করলেন: “কর্জের বদলা হল শোকরিয়া আদায় করা এবং (কর্জ) আদায় করা।” (নাসায়ী, ৭৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৬৯২। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

✻ সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যাওয়া অবস্থায় তাকে খালি হাত পেলে তবে অবকাশ দিয়ে সাওয়াব অর্জন করব।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৪) ফোন করা বা রিসিভ করার নিয়্যত সমূহ

✻ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে ফোন করব এবং রিসিভ করব। ✻ মুসলমানকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ বলে আগে সালাম দিব। ✻ যদি কোন অপারগতা না থাকে তবে তৎক্ষণাৎ ফোন রিসিভ করে মুসলমানের দুশ্চিন্তা দূর করব (কেননা ফোন রিসিভ না হওয়া অবস্থায় অধিকাংশই অস্থিরতা সৃষ্টি হয়) ✻ কমপক্ষে একবার صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব। ✻ অপরের উপস্থিতিতে বক্তার অনুমতি ব্যতীত মোবাইলের স্পিকার চালু করব না। ✻ অনুমতি ছাড়া কারো ফোন রেকর্ড করব না। ✻ গুনাহে পরিপূর্ণ কথাবার্তা (যেমন- গীবত, চোগলখুরী ইত্যাদি) থেকে বাঁচব এবং বাঁচাব। ✻ শেষেও সালাম করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] এক ব্যক্তি (প্রাচীনকালে) লোকদেরকে ধার দিত, সে তার গোলামকে বলত: যখন কোন গরীব অভাবী ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির কাছে যাবে তাকে ক্ষমা করে দিবে এই আশা রেখে যেন **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। যখনসে ইন্তিকাল করল **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে ক্ষমা করে দেন।
(বুখারী, ২য় খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৭৬২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

(৩৫) নিজের কাছে মোবাইল রাখার নিয়্যত সমূহ

✻ মিউজিক্যাল টোন থেকে নিজে বাঁচব এবং অন্যকেও বাঁচাব। ✻ নেকীর কাজে ব্যবহার করব (যেমন ওলামাদের কাছ থেকে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা, মোবারকবাদ, সমবেদনা, নেকীর দাওয়াত, হালাল রিযিক তালাশ ইত্যাদি)। ✻ খুব প্রয়োজনে না হলে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে ফোন করে তার ঘুম ভাঙ্গব না। ✻ মসজিদ, ইজতিমা, মাদানী মুযাকারা, মাদানী মাশওয়ারা এবং মাজার শরীফে ইত্যাদিতে হাজেরীর সময় ফোন বন্ধ রাখব। ✻ কারো ফোন আসাতে খুশি হলে তবে মুসলমানদেরকে খুশি করার সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে খুশি প্রকাশ করব। (বিরক্তি প্রকাশ মন কষ্টের কারণ হয়)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৬) বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিয়্যত সমূহ

✻ কম্পিউটার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, গ্যাসার, **A.C**, ফ্যান, বাতি ইত্যাদি চালানোর সময় সাওয়াবের নিয়্যতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করব। ✻ যেখানে একটি বাল্ব দিয়ে বাজ চলবে অনর্থক অতিরিক্ত বাল্ব জ্বালাব না। ✻ কাজ শেষ হওয়া অবস্থায় অপচয় থেকে বাঁচার নিয়্যতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে তৎক্ষণাৎ বন্ধ **(OFF)** করে দিব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

(৩৭) ফ্যান, এ.সি বা ওয়াশিং মেশিন

চালানোর নিয়্যত সমূহ

✻ নামায আদায় করার সময় চালু করছেন তবে এই নিয়্যত করুন: বিনয়ভাব (একাগ্রতার) উপর সাহায্য লাভ করার নিয়্যতে ফ্যান বা এ.সি চালু করব। ✻ শোয়ার জন্য চালু করার সময়: ঘুমে সহায়তা লাভ করা এবং ঘুমের মাধ্যমে ইবাদতের শক্তি লাভ করার জন্য ফ্যান (বা **A.C**) চালু করছি। ✻ প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিয়্যত করুন: অপচয় থেকে বাঁচার জন্য বন্ধ করছি। ✻ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে নিয়্যত: ঘরের অন্যান্য সদস্য বা মেহমানদেরকে আরাম প্রদান করা এবং তাদের মন খুশি করার জন্য ফ্যান বা এ.সি চালাচ্ছি। ✻ পরিচ্ছন্নতার সুন্নাতের সহায়তা লাভ করার জন্য ওয়াশিং মেশিন চালু **(ON)** করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৮) কম্পিউটার সম্পর্কিত নিয়্যত সমূহ

✻ গুনাহে ভরা দৃশ্য দেখা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ যদি হঠাৎ স্ক্রীনে মহিলার ছবি চলে আসে তবে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিব এবং এটিকে দূর করে দিব। ✻ প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর অপচয় থেকে বাঁচার জন্য তৎক্ষনাৎ বন্ধ করে দিব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(৩৯) মাদানী চ্যানেল দেখার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টির জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘন্টা ১২ মিনিট মাদানী চ্যানেল দেখব। ✻ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করে চালু ও বন্ধ করব। ✻ চালু থাকা অবস্থায় যদি কোন একজনও (ব্যক্তিও) দেখা বা শুনার জন্য বিদ্যমান না থাকে তবে অপচয় থেকে বেঁচে থাকার নিয়্যতে তৎক্ষনাৎ বন্ধ করে দিব। ✻ ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য দেখব। ✻ যখনই صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! শুনব দরূদ পাক পাঠ করব।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৪০) ধর্মীয় কিতাব পাঠ করার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টির জন্য সম্ভব হলে অযু সহকারে এবং ক্বিবলামূখী হয়ে অধ্যয়ন করব। ✻ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে عَزَّوَجَلَّ, صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ, رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ পাঠ করব। ✻ যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে তবে আলিমদের থেকে জিজ্ঞাসা করব। ✻ নিজস্ব কিতাবে যেখানে প্রয়োজন হয় আন্ডারলাইন করব। ✻ সনাক্তিকরণের চিহ্ন লিখব। ✻ লিখা ইত্যাদিতে শরয়ী ভূল পাওয়া গেলে তা লিখক বা প্রকাশককে লিখিত ভাবে জানিয়ে দিব। (প্রকাশক ও লিখক ইত্যাদিকে কিতাবের ভূল সমূহ শুধু মুখে বলাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না।)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৪১) মাদ্‌রাসায় পড়ার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করব। ✻ কঠিন অপারগতা ছাড়া ছুটি কাটাব না। ✻ ক্লাসে অযু সহকারে ইলমে দ্বীনের সম্মানের জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকব। ✻ ধর্মীয় কিতাব সমূহ এবং উস্তাদদের সম্মান করব। ✻ যা শিখব তা অন্যদের শিখাতে কৃপনতা করব না। ✻ মাদ্‌রাসার জাদ্‌ওয়ালের (রুটিনের) উপর আমল করব। ✻ ওয়াক্‌ফের জিনিস সমূহে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করব না। ✻ মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল, মানাদী কাফেলা সমূহে সফর এবং অন্যান্য মাদানী কাজ করতে থাকব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪২) ইলমে দ্বীন/ কুরআন শরীফ পড়ানোর নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পড়াব। ✻ ক্লাসে অযু সহকারে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে (বা কুরআনের সম্মানার্থে) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকব। ✻ যদি ছাত্রের কোন কথা বুঝে না আসে তবে বার বার বুঝানোতে অলসতা করব না। ✻ কোন শিক্ষক বা ছাত্র বরং কোন মুসলমানের গীবত করব না। ✻ চিৎকার করা, অভদ্র বাক্য বলা এবং সব ধরণের খারাপ চরিত্র থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ছাত্রদেরকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করব। ✻ ছাত্রদেরকে সময়ে সময়ে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাজ সমূহের উৎসাহ প্রদান করতে থাকব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

✻ নিজেও মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলাতে সফর করতে থাকব। ✻ কুরআনুল করীম পড়ানোতে তাজবীদের কায়দা সমূহের খেয়াল রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪৩) তিলাওয়াত করার নিয়্যত সমূহ

✻ কুরআনুল করীমের সাওয়াবের নিয়্যতে দেখব, সম্মানার্থে স্পর্শ করব, চোখে লাগাব এবং মাথার উপর রাখব। ✻ **আল্লাহ্ তা'আলা** ও **রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে بِسْمِ اللّٰه এবং اَعُوْذُ بِاللّٰه পাঠ করে তিলাওয়াত করব। ✻ তাজবীদের কায়দা সমূহ অর্থাৎ- হরফের সঠিক মাখারীজ সহকারে উচ্চারণ, ওয়াকফের ধরণ, বিশুদ্ধ পদ্ধতি এবং সময়সীমার খেয়াল রেখে থেমে থেমে পাঠ করব। ✻ অযু সহকারে, ক্বিবলামূখী হয়ে দু'জানু হয়ে বসে তিলাওয়াত করব। ✻ হাদীসের হুকুমের উপর আমল করে তিলাওয়াতের সময় কান্না করব, কান্না না আসলে কান্নার ভাব সৃষ্টি করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪৪) তিলাওয়াত শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য কুরআনের হুকুম পালণার্থে কান লাগিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে চুপচাপ তিলাওয়াত শুনব। ✻ নিজের সাধ্যের মধ্যে থাকলে এবং অন্তরে ইখলাছ পেলে তবে হাদীসের হুকুম পালনার্থে কান্না করে করে এবং তা সম্ভব না হলে তবে কান্না রত ব্যক্তির মত ভাব ধরে তিলাওয়াত শুনব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

(৪৫) দরূদ শরীফ পাঠ করার নিয়্যত সমূহ

✻ আল্লাহ্ তা'আলা ও প্রিয় রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের নিয়্যতে দরূদ শরীফ পাঠ করব। ✻ সম্ভব হলে মাথা নত করে, চোখ বন্ধ করে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধ্যান করে দরূদ শরীফ পাঠ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪৬) না'ত শরীফ পড়া ও শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ আল্লাহ্ তা'আলা ও প্রিয় রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য যতটুকু সম্ভব অযু সহকারে চোখ বন্ধ করে মাথা নত করে সবুজ গুম্বদ বরং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধ্যান করে করে না'ত শরীফ পড়ব এবং শুনব। ✻ কান্না আসলে এবং রিয়া সম্ভাবনা অনুভব করলে তবে কান্না বন্ধ করার পরিবর্তে রিয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করব। ✻ কাউকে কান্না রত (ওয়াজদ্ অবস্থায়) অস্থির দেখে কুধারণা করব না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪৭) আলিমে দ্বীনের খেদমতে হাজির হওয়ার নিয়্যত সমূহ

✻ সাক্ষাত, সালাম, মুসাফাহা এবং হাত চুম্বন[১] করব।

---

[১] কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ছাড়া দেখা, কা'বা শরীফের প্রতি মসজিদের বাইরে থেকে দেখা। আলিমকে সম্মানের চোখে দেখা, পিতা-মাতাকে মুহাব্বতের নজরে দেখা, আলিমদের সাথে মুসাফাহা করা এগুলো শারীরিক ইবাদত এবং এসব জানাবত অবস্থায় (অর্থাৎ- গোসল ফরয হওয়া অবস্থায়)ও জায়েয।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৫৫৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

✻ সম্ভব হলে কিছু না কিছু হাদিয়া[১] পেশ করব। ✻ বিনা হিসাবে মাগফিরাতের দো'আর জন্য অনুরোধ করব। ✻ পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করব না। ✻ মাসয়ালা জানার থাকলে তবে অনুমতি নিয়ে আদব সহকারে আরয করব। ✻ নিজের কাহিনী শুনানোর পরিবর্তে সম্মানপূর্বক দু'জানু বসে মাথা নত করে নিশ্চুপ অবস্থায় তাঁর কথাবার্তা থেকে ফয়েজ ও বরকত লাভ করব। ✻ তাঁর মর্জির বিপরীত বেশি দেরী পর্যন্ত হাজির থাকার ব্যাপারে জেদ করব না। ✻ অনুমতি সহকারে বিদায় নিব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪৮) মাজার সমূহে হাজির হওয়ার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য অযু সহকারে মাজারে উপস্থিত হব। ✻ কদমের দিক থেকে এসে চার হাত দূরে অবস্থান করে ক্বিবলাকে পিঠ এবং মাজারবাসীর চেহারার দিকে মুখ করে হাত বেঁধে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِیْ (অর্থাৎ- আপনার উপর সালাম হোক হে আমার সরদার) আরয করব। ✻ ইছালে সাওয়াব করব। ✻ তাঁর উছিলা দিয়ে দো'আ করব। ✻ মাজার শরীফকে পিঠ করা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] কোন জিনিস দেওয়ার পরিবর্তে আলিমদের নগদ টাকা দেয়া বেশি উপকারী, কেননা আমরা যে জিনিস তাঁকে দিয়েছি, তা হয়ত তাঁর কাজে নাও আসতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(৪৯) নেকীর দাওয়াত এবং ইনফিরাদী কৌশিশের নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করব। ✻ সালামের পর উৎফুল্লতার সাথে হাত মিলাব। ✻ যথাসম্ভব দৃষ্টি নত রেখে কথাবার্তা বলব। (দৃষ্টি নত রেখে ইনফিরাদী কৌশিশ করলে নেকীর দাওয়াতের প্রভাব اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আরো বেড়ে যাবে)। ✻ সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে মুচকি হেসে কথাবার্তা বলব। ✻ সামনের ব্যক্তিকে অবস্থা অনুযায়ী সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ বা মাদানী কাফেলাতে সফর বা মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমলের মানসিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা[১] করব। ✻ যদি ইনফিরাদী কৌশিশের ভাল ফলাফল আসে তবে (তা) **আল্লাহ্ তা'আলার** দয়া মনে করব এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** শোকরিয়া আদায় করব, আর যদি অপছন্দনীয় কথা বলে তবে সামনের ব্যক্তিকে পাষাণ হৃদয় ইত্যাদি মনে করার পরিবর্তে এটিকে নিজের ইখলাছের কমতি মনে করব।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

[১] নতুন ইসলামী ভাইকে একদম দাঁড়ি রাখার এবং ইমামা (পাগড়ী) শরীফ পরিধান করার পরামর্শ না দিয়ে নামাযের ফযীলত ইত্যাদি বলা। হ্যাঁ! তবে যার সাথে কথা বলছে সে যদি দাঁড়ি মুন্ডানো হয় আর প্রবল ধারণা হয় যে, তাকে মুন্ডানো থেকে তাওবা করিয়ে দাঁড়ি লম্বা করার জন্য বললে তবে মেনে নিবে তখন তাকে দাঁড়ি মুন্ডানো থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণত নতুন ইসলামী ভাইয়ের ব্যাপারে এরূপ প্রবল ধারণা করা কঠিন। আমলের প্রতি আগ্রহের কমতির যুগ চলছে। নতুন ইসলামী ভাইকে দাঁড়ি রাখার জন্য জোর করলে, হতে পারে আগামীতে সে আপনার সামনে আসা থেকে দূরে থাকবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(৫০) অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করব। ✻ যথা সম্ভব একাকী এবং খুবই নম্রতা সহকারে বুঝাব। ✻ যদিও সে অভদ্রভাব দেখায় তবে ধৈর্য ধারণ করব এবং ভুল সংশোধন করলে তবে (এটিকে) নিজের উৎকর্ষতা নয় বরং **আল্লাহ্ তা'আলার** দান মনে করব। ✻ ব্যর্থ হওয়া অবস্থায় তাকে জেদী ইত্যাদি মনে করার পরিবর্তে নিজের ইখলাছের কমতি ধারণা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫১) বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

(মাদানী চ্যানেলের মুবাল্লিগরাও অবস্থা অনুযায়ী নিয়্যত করতে পারেন)

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরা সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫২) বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

(মাদানী চ্যানেলের দর্শকরাও এর থেকে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যত সমূহ করতে পারেন)

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু’জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

(৫৩) সাক্ষাতের নিয়্যত সমূহ

✻ সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে সালাম করব। ✻ সুন্নাত মোতাবেক উভয় হাতের তালু দ্বারা কোন আড়াল ছাড়া মুসাফাহা করব। ✻ কেউ আহ্বান করলে, আওয়াজ দিলে বা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তবে لَبَّيْك বলব।[১] ✻ **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টি অর্জন, সুন্নাত অনুসরণ ও সদকার সাওয়াব অর্জন এবং মুসলমানদের অন্তরে খুশি প্রদান করার নিয়্যতে মুচকি হাসব। ✻ তার সাক্ষাতে মন খুশি হলে তবে তা প্রকাশ করে তার মন খুশী করব। (নিজের অন্তরে বিরক্তি ভাব সৃষ্টি হওয়া অবস্থায় তাকে এই কথার অনুভব হতে দিব না এবং মিথ্যাও বলব না যে, আপনার সাথে সাক্ষাত করে খুশি হলাম)। ✻ তার মিথ্যা প্রশংসা করব না। ✻ গীবত, চোগলখুরী ইত্যাদি এমনকি অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলী করব না।[২] ✻ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য তার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করব। ✻ বিদায়ের সময় (আচ্ছা! খোদা হাফেজ! ইত্যাদি বলার পরিবর্তে) সালাম দিব। (সালামের পর খোদা হাফেজ বলাতে কোন সমস্যা নেই)।

---

[১] আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেন: যে কেউ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আহ্বান করত, জবাবে لَبَّيْك ইরশাদ করতেন (বলতেন)। **(সুরুরুল কুলুব বি যিকরিল মাহবুব, ১৮২ পৃষ্ঠা)**

[২] যেমন: কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাচ্ছেন? সেখানে কি কাজ? চাকুরী কোথায় করেন? আপনার পিতা কি করেন? ছেলে মেয়ে কয়জন? আপনারা কয় ভাই-বোন? কতটুকু পড়েছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৪) মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য নেকী সমূহ বৃদ্ধি, নেকীর কাজে দৃঢ়তা লাভ এবং গুনাহ সমূহ থেকে বাঁচার চেষ্টার আলোকে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখ জমা করাব। ✻ যদি উত্তম সংখ্যায় মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল হলে তবে রিয়ার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য অপ্রয়োজনে কাউকে সংখ্যা প্রকাশ করব না। ✻ যার আমল কম হয়েছে, তাকে ছোট মনে করা থেকে বাঁচাব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৫) কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর নিয়্যত সমূহ

✻ খারাপ কথা বা কুদৃষ্টির সাথে সাথে অনর্থক কথাবার্তা এবং অনর্থক দৃষ্টি দেয়া থেকে বাঁচার অভ্যাস তৈরী করার জন্য **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহ্বা এবং চোখের **"কুফ্‌লে মদীনা"** লাগাব। ✻ কিছু না কিছু ইশারার মাধ্যমে বা লিখেও কথাবার্তা বলব, প্রত্যেক মাসের প্রথম সোমবার শরীফে **"কুফ্‌লে মদীনা দিবস"** পালন করব এবং ঐ দিন মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"নিশ্চুপ শাহজাদা"** পড়ব বা শুনব। (যেন চুপ থাকার পাক্কা মানসিকতা সৃষ্টি হয়)। ✻ পায়ে হেটে চলার সময় অপ্রয়োজনে এদিক-সেদিক দেখার পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে, কারো সাথে কথাবার্তা বলার নিজের পায়ের নিকটবর্তী ফ্লোরে এবং বসা অবস্থায় নিজের কোলে বা এইভাবে নিকটবর্তী মাটির উপর দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

✻ সফরের সময় গাড়ীতে (ড্রাইবীং ছাড়া) অপ্রয়োজনে বাহিরে দেখা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকব। ✻ অলসতাপূর্ণ নিরবতা থেকে বাঁচার জন্য যিকির ও দরূদ অধিকহারে পাঠ করব এবং কিছু না পড়া অবস্থায় কখনো মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের ধ্যান করব। তবে কখনো **আল্লাহ্ তা'আলা**র গোপন ব্যবস্থাপনা, নিজের গুনাহ সমূহ, মৃত্যু, শেষ পরিণতি, মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব, মৃত ব্যক্তির আক্ষেপ, কবর ও আখিরাত এবং পুলছিরাতের ভয়াবহতা, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং নিজের হিসাব-নিকাশ চালাব।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৬) মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত সমূহ

✻ যদি শরয়ী দূরত্বের সফর হয় তবে ঘর থেকে সফরে রওয়ানা হওয়ার মাকরূহ সময় ছাড়া দুই রাকাত নফল আদায় করব। ✻ প্রত্যেক বার সবার সাথে একত্রে দো'আ, সতর্কতামূলক তাওবা, ঈমান নবায়ন এবং গুনাহ থেকে তাওবা করব। ✻ আমীরে কাফেলার আনুগত্য এবং মাদানী কাফেলার জাদওয়াল অনুসরণ করব। ✻ জিহ্বা, চোখ এবং পেটের কুফ্লে মদীনা লাগাব। ✻ প্রত্যেক অবস্থায় মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল করতে থাকব। ✻ অযু, নামায এবং কুরআনুল করীম পাঠে যে সকল ভূল রয়েছে তা আশিকানে রাসুলদের সংস্পর্শে অবস্থান করে শুদ্ধ করে নিব। (যে জানে সে নিয়্যত করবে যে শিখাব)। ✻ সুন্নাত এবং দো'আ সমূহ শিখব এবং শিখাব।

---

[১] **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(আখিরাতের বিষয়ে) কিছুক্ষণ সময়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা করা, ৬০ বছর ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। (আল জামে সগীর লিস সুয়ূতী, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৯৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

✻ সব ফরয নামায মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে আদায় করব। ✻ তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশ্‌ত এবং আওয়াবীনের নফল এবং তাওবার নামায পড়ব। ✻ সদায়ে মদীনা লাগাব অর্থাৎ- ফজরের নামাযের জন্য মুসমানদেরকে জাগাব। ✻ সুযোগ পেলে দরস দিব এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান করব। ✻ মুসলমানদের সাথে উৎফুল্লভাবে সাক্ষাত করে তার উপর ভালভাবে ইনফিরাদি কৌশিশ করব এবং মাদানী কাফেলায় সাথে সাথে সফরের জন্য তৈরী করব। ✻ নিজের, ঘরের অধিবাসীদের এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য মঙ্গরের দো'আ করব। ✻ সর্বদা একসাথে থাকার মধ্যে হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এজন্য ফিরে আসার সময় এক এক করে একান্ত বিনয়ের মিনতি সহকারে ক্ষমা চাইব। ✻ শরয়ী সফর থেকে ফিরে আসা অবস্থায় ঘরের অধিকাসীদের জন্য তোহফা (উপহার) নিযে যাওয়ার সুন্নাত আদায় করব। ✻ (সফর যদি শরয়ী হয় তবে) মসজিদে এসে মাকরূহ সময় না হলে ঐ সময় সফর থেকে ফিরার দুই রাকাত নফল নামায আদায় করব। ✻ অবস্থা অনুযায়ী আরো ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ করতে থাকব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৭) লঙ্গরে রসাইলের নিয়্যত সমূহ

✻ লঙ্গরে রসাইল তথা রিসালা বন্টন করার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তা'আলার** রাস্তায় খরচ করা, নেকীর দাওয়াত এবং ইলমে দ্বীন প্রচার-প্রসারের সাওয়াব অর্জন করব। ✻ যাকে রিসালা বা কিতাব বা **V.C.D** উপহার দিব যথাসম্ভব তার থেকে পড়ার/ শুনার সময়সীমাও নিব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৫৮) মাদানী মাশওয়ারাহ করা বা দেয়ার নিয়্যত সমূহ

✻ মাশওয়ারাহ করার সুন্নাতের উপর আমল এবং উত্তম মাশওয়ারাহ দাতাকে উৎসাহ প্রদান করব এমনকি অসম্পূর্ণ মাশওয়ারাহ দাতার মনে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকব। ✻ কারো মাশওয়ারার উপর আমল করতে গিয়ে পরিণামে ক্ষতি সাধিত হলে তবে তাকে এটির জন্য দায়ী করব না। ✻ যখন কেউ আমার কাছ থেকে মাশওয়ারাহ চায়, তখন বিশ্বস্থতার সাথে সঠিক মাশওয়ারাহ দিব। ✻ নিজের দেয়া মাশওয়ারার (পরামর্শের) উপর আমলের জন্য জোরাজোরী এবং আমল না করাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করব না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫৯) মাদানী কাজের কারকারদিগী জমা করানোর নিয়্যত সমূহ

✻ রিয়া থেকে বেঁচে মাদানী মারকাযের হুকুমের উপর আমল এবং যিম্মাদারের মন খুশির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ সমূহের কারকারদিগী জমা করিয়ে দিব। ✻ কারকারদিগী অসম্পূর্ণ গণ্য করা হলে তবে কাউকে অপবাদ দেয়ার পরিবর্তে এটিকে নিজের ইখলাছের কমতি মনে করব। ✻ উত্তম কারকারদিগীকে নিজের কর্মফল নয় বরং **আল্লাহ্ তা’আলা**র দান মনে করব। ✻ উত্তম কারকারদিগীর ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রশংসনীয় বাক্য শুনার আকাংখা দমন করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(৬০) দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত ইতিকাফের নিয়্যত সমূহ

✻ রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের (বা সম্পূর্ণ মাস) সুন্নাত ইতিকাফের জন্য যাচ্ছি। ✻ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে আদায় করব। ✻ প্রতিদিন তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশ্‌ত, আওয়াবীন এবং কমপক্ষে বেজোড় রাত সমূহে সালাতুত তাসবীহ আদায় করব। ✻ তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরূদ বেশি পরিমাণে করব। ✻ ইতিকাফের জাদওয়ালের উপর আমল করে শিখা-শিখানোর হালকা সমূহে অংশগ্রহণ করব। ✻ (আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযে ইতিকাফ করলে তবে প্রতিদিন এবং অন্য কোথাও ইতিকাফ করলে এবং শুরুর ২০ রোযাতে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে মসজিদের বাইরে ব্যবস্থা হলে তবে) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাদানী মুযাকারা সমূহে অংশগ্রহণ করব। ✻ মুখ, চোখ এবং পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগাব। ✻ কারো কাছ থেকে কষ্ট পেলে তবে ক্ষমা প্রদর্শনের সাথে কাজ চালিয়ে শুধু ও শুধু নম্রতা ও ধৈর্য সহকারে অবস্থান করব। ✻ মসজিদকে সকল প্রকারের দুর্গন্ধ এবং অপবিত্রতা থেকে বাঁচাব। ✻ লজ্জার নিয়্যতে শোয়ার সময় পর্দার উপর পর্দা করার সর্বক্ষেত্রে খেয়াল রাখব। (শোয়ার সময় পাজামার উপর লুঙ্গি পরিধান করে আরো উপর থেকে চাদর মোড়ানো দারকার। মাদানী কাফেলাতে, ঘরে এবং সব জায়গায় এর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত)। ✻ কারো কোন জিনিস (যেমন- তোয়ালে, চাদর, চিরুনী এমনকি বাথরুমে যাওয়ার জন্য অন্যান্যদের চপ্পল ইত্যাদি) ব্যবহার করব না। ✻ নিজের জন্য পরিবারের সদস্যদের জন্য, আত্মীয়-স্বজন এবং সকল উম্মতের জন্য দো'আ করব। ✻ চাঁদ রাতে হাতোহাত মাদানী কাফেলার মুসাফির হব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬১) নখ কাটার নিয়্যত সমূহ

✻ জুমার দিন (শুক্রবার) নখ কেটে মুস্তাহাবের উপর আমল করব। ✻ **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী মোতাবেক নিয়ম অনুযায়ী হাতের নখ কাটব।[১] ✻ নখের কর্তিত অংশ (অর্থাৎ- কর্তিত নখ) বাথরুমে **(WASHROOM)** বা গোসলখানায় ফেলব না (কেনন এটি মাকরূহ, আর এর দ্বারা রোগ সৃষ্টি হয়)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬২) বাবরী চুল রাখার নিয়্যত সমূহ

✻ সুন্নাত অনুযায়ী অর্ধ কান পর্যন্ত বা সম্পূর্ণ কান পর্যন্ত বা কাধ সমূহকে স্পর্শ করা পর্যন্ত বাবরী চুল রাখব।[২] ✻ মাথার চুলগুলো এক সমান সম্পূর্ণ রাখব, সামনে ও আশেপাশের নয় বরং শুধু মাথার পিছনের অংশ থেকে কাটাব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণিত আছে যে, "ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে এবং কনিষ্ঠা আঙ্গুলে গিয়ে শেষ করবে, অতঃপর বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধা আঙ্গুলে গিয়ে শেষ করবে। এরপর ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের নখ কাটবেন। এই অবস্থায় ডান হাত দ্বারা শুরু হল আর ডান হাতে শেষও হল।"

(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৩ পৃষ্ঠা - ৫৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)

[২] পুরুষের জন্য কাধের নিচ পর্যন্ত বাবরী চুল বাড়ানো হারাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৬৩) মাথার চুল এবং দাঁড়িতে মেহেদী লাগানোর নিয়্যত সমূহ

✻ মুস্তাহাবের উপর আলম করার সাওয়াব অর্জনের জন্য بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করে সাদা চুলগুলোতে (হলুদ বা লাল) মেহেদী দ্বারা রাঙ্গাচ্ছি।[১] ✻ মেহেদী (বিশেষ করে মাথায় লাগিয়ে শুবো না। (দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার আশংকা থাকে)।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৬৪) ইসলামী বোনদের জন্য মেহেদী লাগানোর নিয়্যত সমূহ

✻ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করে হাদীসের হুকুমের উপর আমল করে মেহেদী দ্বারা হাত রাঙ্গাব। ✻ চামড়াতে জমে যাওয়া মেহেদী লাগাব না। ✻ মেহেদী দ্বারা রাঙ্গানো হাত (বরং মেহেদী ছাড়া হাতও) না-মাহরাম পুরুষদের সামনে বের করব না।[২]

---

[১] "শরহুস সুদুর" ১৫২ পৃষ্ঠায় হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি দাঁড়িতে হিজাব (কালো হিজাব বা কালো মেহেদী ব্যতীত, যেমন- লাল বা হলুদ মেহেদী) লাগায়, ইন্তিকালের পর মুনকার নকীর তার থেকে প্রশ্ন করবে না। মুনকার বলবে: হে নকীর! আমি তার থেকে কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি, যার চেহারা থেকে ইসলামের নূর চমকাচ্ছে।

[২] না-মাহরামদের দৃষ্টি থেকে হাতের তালু দুটিকে বাঁচানোর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর ইসলামী বোনদের মধ্যে কালো হাত মোজা প্রচলিত আছে। যা খুবই উৎকৃষ্ট রীতি, বিশেষত আরবের মহিলাদের মধ্যেও এই হাত মোজা পরিধান করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

✻ ছোট ছেলেদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগাব না।[১] (ছোট মেয়েদেরকে মেহেদী লাগানোতে কোন সমস্যা নেই)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬৫) পর্দা করার নিয়্যত সমূহ

(ইসলামী বোনদের জন্য)

✻ শরীয়াতের অনুমতি সাপেক্ষে ঘর থেকে বের হতে হলে তবে সাওয়াবের নিয়্যতে পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা করব, আসা-যাওয়াতে নিজের গলীতে বরং (ফ্লাটে হলে তবুও) সিড়িতেও পর্দা বহাল রেখে চেহারার উপর নিকাব পরিধান করব। ✻ দৃষ্টি আকর্ষণকারী বোরকা পরিধান করে বাহিরে বের হবে না। ✻ না-মাহরামদের সাথে কথা বলতে হলে তবে কুরআনের নির্দেশের উপর আমল করে নম্র ও কোমল কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬৬) সুরমা লাগানোর নিয়্যত সমূহ

✻ শোয়ার সময় চোখে সুরমা লাগানোর সুন্নাতের উপর আমল করব। ✻ কালো সুরমা বা কাজল সৌন্দর্যের নিয়্যতে লাগাব না।[২] ✻ কখনো উভয় চোখে তিন শলা, কখনো ডান চোখে তিন শলা এবং বাম চোখে দুই শলা, আবার কখনো উভয় চোখে দুই শলা করে অতঃপর শেষে এক শলা সুরমা উভয় চোখে লাগাব।

---

[১] ছোট ছেলেদের হাতে-পায়ে, মেহেদী লাগানো নাজায়িয। মহিলা নিজের হাতে পায়ে লাগাতে পারবে, কিন্তু ছোট ছেলেদের লাগালে গুনাহগুর হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

[২] সৌন্দর্যের নিয়্যতে পুরুষের সুরমা লাগানো মাকরূহ এবং সৌন্দর্য উদ্দেশ্য না হলে সমস্যা নেই। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬৭) শোয়ার নিয়্যত সমূহ

✽ সতর্কতাস্বরূপ ঈমান নবায়ন এবং সকল গুনাহ থেকে তাওবা করব। ✽ অযু সহকারে শোয়ার দো'আ,[১] আয়াতুল কুরছি ইত্যাদি পাঠ করে সবার শেষে সূরা কাফিরুন পাঠ করব। ✽ শোয়ার সময় কবরে শোয়ার কথা স্মরণ করব। ✽ ডান দিকে ডান হাত গালের নিচে রেখে ক্বিবলামূখী হয়ে ঘুমাব।[২] ✽ অভ্যাস অনুযায়ী ওয়াজিফা পাঠ করার পর চেষ্টা করব যেন মুখে ধারাবাহিক **আল্লাহ্ তা'আলার** যিকির জারী থাকে এবং ঐ অবস্থায় ঘুম চলে আসে।[৩]

---

[১] শোয়ার দো'আ: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيٰى **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার নাম সহকারে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হব (অর্থাৎ- ঘুমাচ্ছি এবং জাগ্রত হবো)। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৩২৫)

[২] সুন্নাত হল: উত্তর দিকে মাথা দিবে আর ডান পাশে শুয়ে যাবে, শোয়ার সময়ও যেন মুখ কা'বার দিকে থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) দুনিয়ার সকল জায়গার উত্তর মেরু উত্তর দিকে পড়বে না এজন্য দুনিয়ার যেকোন ভূখন্ডে শুবেন আর মাথা বা পা সমূহ যেদিকেই হোক না কেন, ব্যাস ডান পার্শ্বে এভাবে ঘুমাবেন যেন চেহারা ক্বিবলার দিকে থাকে, সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

[৩] বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ডের ৪৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: শোয়ার সময় **আল্লাহ্ তা'আলার** স্মরণে লিপ্ত হয়ে যান, তাহলীল (لَا اِلٰهَ اِلَّا الله) ও তাসবীহ (سُبْحٰنَ الله) ও তাহমিদ (اَلْحَمْدُ لِله) পড়তে থাকবে পড়তে শুয়ে যান, কেননা মানুষ যে অবস্থায় ঘুমায় ঐ অবস্থায় উঠে থাকে এবং যে অবস্থায় মারা যায় কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে।

✻ জাগ্রত হতেই নির্ধারিত দো'আ[১] পাঠ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬৮) চিকিৎসা করানোর নিয়্যত সমূহ

✻ ইবাদতের শক্তি অর্জন এবং হালাল রুজি উপার্জনের জন্য মুস্তাহাব মনে করে চিকিৎসা গ্রহণ করব। ✻ ঔষধ বা ট্যাবলেট ব্যবহার করার পূর্বে بِسْمِ اللهِ الشَّافِيْ - بِسْمِ اللهِ الْكَافِيْ পাঠ করব। ✻ যত কঠিন রোগই হোক না কেন ধৈর্য ধারণ করব। ✻ নিজের বা বাচ্চার বা ঘরের যেকোন সদস্যের রোগ বা বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কথা অপ্রয়োজনীয় অন্যদের কাছে প্রকাশ করা থেকে বেঁচে সাওয়াবের হকদার হব। ✻ শুধু পুরুষ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাব (আর ইসলামী বোনেরা শরিয়াতের অনুমতি ছাড়া না মাহরাম ডাক্তার থেকে চিকিৎসা না করার নিয়্যত করবে)। ✻ ডাক্তারের বর্ণনা কৃত নিয়ন্ত্রণের উপর যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে 'হ্যাঁ' বলে দিয়ে থাকি তবে ঐ হ্যাঁ বলাকে হিফাযত করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] জাগ্রত হওয়ার দো'আ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ ط অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তা'আলা**র জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন আর তার দিকেই ফিরে যেতে হবে। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৩২৫) বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ডের ৪৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: (ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে) ঐ মুহুর্তে দৃঢ় সংকল্প করবে যে, পরহেযগারী ও তাকওয়া অবলম্বণ করবে কাউকে কষ্ট দিবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৬৯) অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শ্রশ্রুসার নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য সেবা-শ্রশ্রুসা করব। ✻ রোগীকে এটা বলব: لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ الله ।[১] ✻ রোগীকে রিসালা ইত্যাদি উপহারস্বরূপ দিয়ে তার মন খুশি করব, সম্ভব হলে তবে কিছু রিসালা তার কাছে রাখব যেন সে দেখতে আসা লোকদের মাঝে বন্টন করতে পারে। ✻ নিরাশমূলক কথা থেকে বেঁচে থেকে তাকে সান্তনা দিব। ✻ রোগ এবং চিকিৎসা ইত্যাদির অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব না। ✻ তার নিকট বেশিক্ষন বসব না। ✻ তাকে দো'আ করার জন্য আবেদন করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭০) সমবেদনা জ্ঞাপনের নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সুন্নাত অনুসরণার্থে বিপদগ্রস্থদের সমবেদনা জ্ঞাপন করে ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিব।[২] ✻ সম্ভব হলে তার দুশ্চিন্তা দূর করার ক্ষেত্রে বাস্তবে সহযোগিতা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] কোন সমস্যার বিষয় নয় **আল্লাহ্ তা'আলা** চাইলে এই রোগ গুনাহ সমূহ থেকে পবিত্রকারী। (বুখারী, ২য় খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬১৬)

[২] **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ লোকদেরকে শান্তনা দেয় **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে জান্নাতে এমন দুটি হুল্লা (জান্নাতী পোষাক) পরিধান করাবেন যার মূল্য সমস্ত দুনিয়াও হতে পারে না।" (মুজাম আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২৯২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

(৭১) জানাযায় অংশগ্রহণের নিয়্যত সমূহ

✻ **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুসলমানের হক আদায় করার উদ্দেশ্যে জানাযার নামায আদায় করে দাফন করা পর্যন্ত অবস্থান করব। ✻ মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দো'আ ও ইছালে সাওয়াব করব। ✻ নিজের লাশ উঠানোর কথা স্মরণ করে সম্ভব হলে কান্না করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭২) কবরস্থানে যাওয়ার নিয়্যত সমূহ

✻ কবরস্থানে প্রবেশের দো'আ[১] পাঠ করব। ✻ কবরবাসীদের ইছালে সাওয়াব করব। ✻ কবর সমূহ দেখে নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করে সম্ভব হল কান্না করব। ✻ সেখানকার শরয়ী সতর্কতা সমূহের উপর আমল করব। (যেমন- কবরের উপর পা রাখব না, বসব না, কবরের উপর আগর বাতী জ্বালাব না, কবর ধ্বংস করে যে সকল নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়েছে সেগুলোর উপর চলব না)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] দো'আটি হল: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَر

অদুবাদ: হে কবরবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। **আল্লাহ্ তা'আলা** আমাদের এবং তোমাদের মাগফিরাত করুন, তোমরা আমাদের আগে চলে এসেছ এবং আমরা তোমাদের পরে আগমণ কারী। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১ রমযানুল মোবারক ১৪৩৫ হিঃ
30-06-2014

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	জামেউছ সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত,
বোখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আল মাদখাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত,
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	মাদারিজুন নবুয়ত	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রযা হিন্দ
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত,	ওয়াসায়িলুল ওসুল ইলা শামায়িলু রাসুল	দারুল মিনহাজ, জেদ্দা
নাসাঈ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইহইয়াউল উলুম	দারুচ্ছাদির, বৈরুত
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	শরহুছ ছুদুর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রযা হিন্দ
ইবনে মাজাহ্	দারুল মারূফ, বৈরুত	সরুরুল কুলুব বি যিকরিল মাহবুব	শাব্বির ব্রাদার, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মু'জাম কাবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	মিরাত	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
মুজামুল আওসাত	দারুল ফিকির, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারূফ, বৈরুত
কিতাবুদ দো'আ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফাতোওয়ায়ে আলমগীরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফাতোয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী

পরিবারের সদস্যদের উপর খরচ করুন কিন্তু থামুন ...

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : “যখন মানুষ নিজের পরিবারের সদস্যদের উপর সাওয়াবের নিয়্যতে ব্যয় করে তবে তা তার জন্য সদকা।”

(বুখারী, হাদীস- ৫৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা: এই হাদীস থেকে এটা জানা গেল যে, কোন মুবাহ (অর্থাৎ- বৈধ) কাজও ভাল নিয়্যতে করা হয় তবে এটির উপর সাওয়াব রয়েছে। ঘরের সদস্যদের লালন পালন মানুষ এমনিতেই করে থাকে কিন্তু যদি তাদের লালন পালণ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তবে এটির ও সাওয়াব রয়েছে। (নুযহাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা)

পরিবারের সদস্যদের উপর খরচ করার নিয়্যত সমূহ

❁ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য শরীয়াতের হুকুমের উপর আমল করার জন্য ব্যয় করব। ❁ বুদ্ধি সম্পন্ন সদস্যের মন খুশি করব। ❁ আত্মীয়দের সাথে ভাল আচরণ করব।

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net